গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৫.১৭.৬২

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়: "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৯" এর খসড়ার উপর সর্বসাধারণের মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণ সাধনে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য উক্ত খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে প্রকাশিত খসড়া আইনের উপর মতামত লিখিত/ ই-মেইলের মাধ্যমে (Nikosh Font) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৯ এর খসড়া।

২৬/০২/১৯

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. জনাব মো: মাহবুবুল কবীর সিদ্দিকী, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

"খসড়া"

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৯

২০১৯ সনের --------- নম্বর আইন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণ সাধনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজন,

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:-**

(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে; এবং

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা:-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ এই আইনের উপধারা-৬(১) এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) ''ট্রাস্ট'' অর্থ এই আইনের ধারা-৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৩) ''তহবিল'' অর্থ এই আইনের ধারা-৯ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টের তহবিল;

(৪) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) ''বোর্ড'' অর্থ উপধারা-৬(১) এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৬) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৭) ''ব্যবস্থাপনা পরিচালক'' অর্থ এই আইনের ধারা-১২ এর অধীন নিয়োজিত ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ধারা ১২(৪) এর অধীন ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) ''চলচ্চিত্র শিল্পী'' অর্থ চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পী এবং কলা-কুশলী;

(৯) ''সদস্য'' অর্থ এই আইনের উপধারা-৬(১) এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য;

(১০) ''পরিবার'' অর্থ সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামী, পিতা ও মাতা এবং নির্ভরশীল সন্তান;

(১১) "সরকার'' বলিতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে; এবং

(১২) ''তফসিলি ব্যাংক'' বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা-৩৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অফিসিয়ালি তালিকাভুক্ত ব্যাংকরূপে ঘোষিত এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত ব্যাংককে বুঝাইবে।

৩। **ট্রাস্ট স্থাপন:-**

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে; এবং

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও

হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ট্রাস্টের কার্যালয়:-**

ট্রাস্টের একটি কার্যালয় থাকিবে, যাহা ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৫। **সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন:-**

ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন :**

(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে;

(ক)	তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	চেয়ারম্যান
(খ)	তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ)	তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস-চেয়ারম্যান
(ঘ)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম-সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম-সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম-সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
(জ)	সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি	সদস্য
(ঝ)	সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি	সদস্য
(ঞ)	সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি	সদস্য
(ট)	সরকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী	সদস্য
(ঠ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

(২) উপধারা-১(ছ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; এবং

(৩) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। **ট্রাস্টের কার্যাবলি:-**

ট্রাস্টের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ -

(১) অসচ্ছল চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণ সাধন;

(২) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) পেশাগত কাজ করিতে অক্ষম, অসমর্থ ও অসচ্ছল চলচ্চিত্র শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(৪) অসচ্ছল ও অসুস্থ চলচ্চিত্র শিল্পীর চিকিৎসার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(৫) কোনো চলচ্চিত্র শিল্পীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারবর্গকে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান; এবং

(৬) বিশেষ পরিস্থিতিতে ট্রাস্টের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **বোর্ডের সভা:-**

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যানের ক্রমানুযায়ী সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না; এবং

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **ট্রাস্টের তহবিল :**

(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভিক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) উপধারা-১ এর দফা (ক) এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী বা বিদেশী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(গ) উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশ হইতে সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ এই আইনের ধারা-৭ এর আওতায় চলচ্চিত্র শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপধারা-১ এর দফা (খ) এর অধীন গঠিত চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে;

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;
(ঘ) ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ হইতে আয়;
(ঙ) ট্রাস্টের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
(চ) দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ছ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং
(জ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৫) চলতি তহবিলের অর্থ বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংকে ট্রাস্টের নামীয় হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত অর্থ হইতে ধারা-৭ এর আওতায় যে কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে;

(৬) তহবিলের ব্যাংক হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে; এবং

(৭) বোর্ড তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **বাজেট:-**

ট্রাস্ট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১১। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা:-**

(১) ট্রাস্ট উহার আয় ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন; এবং

(৩) উপধারা-২ মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিগণ ট্রাস্টের সকল রেকর্ড দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের কোনো সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১২। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক:-**

(১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবে;

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী:-**

(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং

(২) ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **প্রতিবেদন:-**

(১) প্রতি অর্থ বৎসরে ট্রাস্ট কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ট্রাসন্ট পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে; এবং

(২) সরকার প্রয়োজনমত ট্রাস্টের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৫। **ক্ষমতা অর্পণ:-**

বোর্ড উহার যে কোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:-**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:-**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ:-**

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে; এবং

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। **অন্য আইনের উপর প্রাধান্য:-**

অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই আইন ও বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

- সমাপ্ত -